“ইতিহাসের নেক্কারজনক ঘটনা”

 মোঃ ফেরদৌস ওয়াহিদ

৪৭ শে উপমহাদেশ বিভক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হল “পাকিস্তান”

দুটি ভূখন্ডে একটি রাষ্ট্র পাকিস্তান।

সকল ক্ষমতা পশ্চিমাদের হাতে,

শুরু হল নির্যাতন আর নিপিড়ন বাঙ্গালীদের উপর।

নির্যাতন আর নিপিড়নেই ক্ষান্ত নয় তারা,

নজর দিয়েছে মায়ের ভাষার উপর।

মায়ের সন্তানেরা নিরব হলেও,

মায়ের ভাষাকে জলাঞ্জলি দিতে নারাজ।

শুরু হলো প্রতিবাদ আর আন্দোলন,

শকুনের দলে নিরীহ মানুষের উপর চালাই ববরতা,

সৃষ্টি হল একটি নেক্ষারজনক ঘটনার।

জাতির পিতার অধিকার আদায়ের ভূমিকায় পশ্চিমারা ক্ষিপ্ত,

শুরু করে বিভিন্নভাবে নির্যাতন আর যাতনা।

জাতির জনক অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেই,

জাতিকে পরাধীনতার শিখল থেকে মুক্ত করতে ডাক দিলেন শ্বাধীনতার।

২৫মার্চ কালো রাতে,

বাঙ্গালীদের উপর চালানো হয় নির্মম বর্বরতা।

সৃষ্টি হল আরেকটি ঐতিহাসিক নেক্ষারজনক ঘটনার।

নয় মাস সংগ্রামের ফলে,

 সৃষ্টি হল বাঙ্গালীদের আবাসভূমি”বাংলাদেশ”

জাতির জনকের দিকে কু-নজর পড়ল স্বাধীন বাংলার কুকুরদের,

১৫আগষ্ট নির্মমভাবে হত্যা করা হয় জাতির কর্ণধারকে।

সৃষ্টি হল আরেকটি ঐতিহাসিক নেক্ষারজনক ঘটনার।

মানবতার মাকে হত্যার লক্ষে ২১আগষ্টের গ্রেনেড হামলা,

সৃষ্টি হল আরেকটি ঐতিহাসিক নেক্কারজনক ঘটনা।

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, হিংসা নয় ভালবাসা চাই।

আমরা ধিক্কার জানাই সেই হানাদারদের, আমরা ধিক্কার জানাই সেই শকুনদের,

আমরা ধিক্কার জানাই সেই নজরের, আমরা ধিক্কার জানাই সেই কুসন্তানদের,

যারা বাঙ্গালীর ইতিহাসে সেই নেক্কারজনক ঘটনার জন্ম দিয়েছে।

১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস। এই দিনটি বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটি কলঙ্কিত দিন। এই দিনে বাংলার কর্ণধার, বাঙ্গালী জাতির গর্ব, বাংলাদেশে স্তপতি, বিশ্ববন্ধু, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির কুসন্তানরা স্ব-পরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই ঘটনার দ্বারা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি জঘন্যতম ঘটনার সৃষ্টি হল। বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি নেক্কারজনক ইতিহাসের সৃষ্টি হল। যারা এই জঘন্যতম ঘটনার সৃষ্টি করেছে তারাই দেশের চির শত্রু। তারা যোগ যোগ ধরে দেশের ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লেগে আছে। যারা বাংলাদেশের স্তপতিকে হত্যা করতে পারে তারা কি মানুষ? যদি কোনো সন্তান তার বাবাকে হত্যা করতে পারে তাকে কি সন্তান হিসেবে পরিচয় দেওয়া যায়? জাতির জনকের উচিলাইত আমরা আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। জাকির জনককে হত্যার মাধ্যমে বাংলার ইতিহাসে এমন কালিমা লেপন করা হয়েছে যা সারা জীবন বাংলার মানুষকে বয়ে বেড়াতে হবে। জাতির জনক বলেছিলেন আমি দেশ স্বাধীন করে বেঈমানদের দৌরাত্ব বাড়িয়ে দিয়েছি। তিনি সেই বৈঈমানদের দমন করতে গিয়েই হত্যার শিকার হয়েছেন। ভালবাসায় পারে মানুষকে সুখী-সমৃদ্ধ করতে। কিন্তু আমরা আমাদের অভিভাবক হারিয়ে আজ অসহায়। জাতির জনকের অভাব রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করছি। আজ যদি বঙ্গবন্ধু বেচে থাকতেন তাহলে তিনি যেমন বোলছিলেন সোনার বাংলা গড়বেন তাহলে আমরা আজ সোনার বাংলাই বাস করতাম। আমরা জাতির জনকের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।